দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি বিট পুলিশিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি; নিরাপদ সমাজ গড়ি” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তভুক্ত দর্শনা থানা পুলিশের আয়োজনে উপজেলার ০৪ নং ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১১আগস্ট) বিকাল ৪ টা দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস। এসময় প্রধান অতিথি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস বলেন, দ্রুত সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বিট পুলিশিং। পারিবারিক ও সামাজিক পরিম-লে যে সমস্যাগুলো আপনারা সমাধান করতে পারছেন না তা বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে আপনারা আইনগত ভিত্তির মধ্যে চলে এসে দ্রুত সমাধান পাবেন।

দর্শনা থানাকে ০৯ টি বিটে ভাগ করা হয়েছে। দর্শনা পৌরসভা এলাকায় ৩ টি আর ৬ টি ইউনিয়নকে ৬ টি বিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিটের বিট অফিসার একজন এসআই। উনার সাথে থাকবেন একাধিক এসএসআই ও দুজন কনস্টেবল। কমিউনিটি পুলিশিংয়ের সাথে কিছু মানুষকে জুড়ে দিয়ে কাজ করা হয়েছিলো উল্লেখ করে তিনি বলেন, কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের সাথে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নেই। বিট পুলিশিংয়ের একটি আইনগত ফ্রেমের মধ্যে আনা হয়েছে এবং পুলিশই কাজটি করবে। ছোটখাটো সমস্যাগুলো যাতে আপনারা বিটের মাধ্যমে সহজেই সমাধান পেতে পারেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কোথায় যাবেন?

কিভাবে যাবেন? কিভাবে প্রতিকার পাবেন? তা অনেকে জানেন না। বিভিন্ন স্থানে ছুটাছুটি করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন অনেকে। এখন আর ছুটাছটি করতে হবে না। বিটের মাধ্যমে এসব পরামর্শ ও সমস্যার সমাধান করা হবে। বিট পুলিশিংয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমান আইজিপি মহোদয় উঁনি যখন ডিএমপি কমিশনার ছিলেন তখন তিনি ডিএমপি এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম খুব জোরেশোরে চালু

হবে স্বাধনীতা বিরোধী শক্তি জামায়াত শিবির আলবদর তারা কিন্তু অপরাধমূলক কাজ থেকে বেরিয়ে
আসেনি। এ আগস্ট মাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হামলার পরিকল্পনা করা হয়। বিশেষ করে জঙ্গি কার্যক্রম। কিন্তু পুলিশের ভূমিকায় জঙ্গি দমন করতে সক্ষম হয়েছে আমরা। পুলিশের সক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়েছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো যাতে আবারও এসব কাজ করে দেশকে পিছিয়ে নিতে না পারে সেদিকে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বিদায়ী সংবর্ধনা

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানিয়েছে উপজেলা অফিসার্স ক্লাব।
সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে এ সংবর্ধনা জানানো হয়।অফিসার্স ক্লাবের সহসভাপতি, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী অতিথি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দিল হাশেম,উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল,অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব।

উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারের সন্চালনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডু প্রমুখ। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সম্মাননা স্মারক স্বরুপ ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

এবং মুক্তিযোদ্ধা ও চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের পাঠদান করাতে হবে’- প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের পাঠদান করতে হবে যাতে তারা পড়ালেখার সময় কোন ধরনের চাপ অনুভব না করে। শিক্ষাকে আনন্দময় করে তুলতে হবে যেন ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা গ্রহণ করে। বিদ্যালয়গুলোকে শিশুদের কাছে আরও আনন্দময় করে তুলতে প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ ও শিক্ষার মান আরো উন্নত করতে হবে। সোমবার মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় আয়োজিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন বলেন, শৈশবকালেই মানুষের মনন ও ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। তাই শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা তৈরিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের মননশীল করে গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক শিক্ষায় আরো গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
তিনি বলেন, আগামীদিনের নাগরিক হিসেবে শিশুদেরকে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের কথা, আচরণ ও আদর্শ অনুসরণ করে। তাই শিক্ষকদের নিজেদেরকে তাদের কাছে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে শিশুদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ফরহাদ হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষার মানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে শিক্ষার মানকে আরও উন্নত করতে শিক্ষক-অভিভাবক, জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ তাজুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফজলে রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক তোরিফা নাজমিনাসহ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তাবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বাসের ভাড়া দ্বিগুণ নিলেও মানছে না সামাজিক দূরত্ব

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে প্রত্যেক বাস ও মিনিবাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচলের সরকারি নির্দেশনা থাকলেও কুষ্টিয়ায় বেশিরভাগ জায়গায় তা মানতে দেখা যায় নি। তবে ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির বোঝা টানতে হচ্ছে যাত্রীদের। পাশাপাশি মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব।

কুষ্টিয়া- মেহেরপুর সড়কের বাসসহ অন্যান্য রুটের প্রতিটি বাসেই অতিরিক্ত যাত্রী তোলা হচ্ছে। এতে করে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি।

যাত্রীরাও অসচেতনভাবে উঠে পড়ছেন যানবাহনগুলোতে। ফলে প্রতিদিন করোনা রোগীর সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে।
কুষ্টিয়া চৌড়হাস টার্মিনাল ঘুরে দেখা যায়, গাড়ী চালক ও হেলপাররা মানছেন না স্বাস্থ্যবিধির ঘোষিত নির্দেশনা। মুখে নেই মাস্ক, হাতে নেই গ্লোভস, গাড়ীর সিট গুলো রয়েছে অপরিচ্ছন্ন। এ ছাড়া গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচলের জন্য ভাড়ার যে নিয়মটা করে দেওয়া হয়েছিল তা মানছেন না কেউই।

যাত্রীদের অভিযোগ অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছেন বাস চালকরা। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী দুই সিটে একজন করে বসবে। অথচ তা না মেনে প্রতি সিটে দুইজন করে বসানো হচ্ছে। এসব নিয়ে বাস কতৃপক্ষের সাথে যাত্রীদের বাগবিতণ্ডা বাড়ছেই।

আব্দুল মজিদ নামের এক যাত্রী বলেন, কুষ্টিয়া থেকে মিরপুরের ভাড়া আগে ছিলো ২০ টাকা। কিন্তু এখন ৪০ টাকা দিয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী এক সিটে একজন করে বসবে। অথচ তা না বসে দুইজন আবা সেই সাথে অতিরিক্ত যাত্রি তো থাকছেই।
সোমবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া মজমপুর যাত্রীদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। সামাজিক দূরত্বের কোনো বালাই ছিল না টিকিট কাউন্টারগুলোতে। প্রতিটি বাসের টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড় করেছেন যাত্রীরা।

কুষ্টিয়ার সচেতন মহল জানান, কুষ্টিয়ার সব রোডে ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক, অটোরিকশা, অবাধে যাতায়াত করছে। এ সড়কে যানবাহনে শরীরের সাথে গা লাগিয়ে ঠাসঠাসি করে যাতায়াত করছে সাধারণ মানুষ। অথচ প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস প্রতিরোধে একজন মানুষের থেকে আরেকজন মানুষের দূরত্ব কমপক্ষে ৩ ফিট থাকার জন্য বলা হচ্ছে। এমনকি দোকানে কেনাকাটা করতে গেলেও ৩ ফিট দূরত্বে থেকে কেনাকাটা করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় মুখে মাস্ক হাতে গ্লোভস সহ এইসব সচেতনতাও মানছেন না। ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

কুষ্টিয়া বিআরটিএ পরিদর্শক ওমর ফারুক জানান, অভিযোগ আমরা পাচ্ছি। জেলা প্রশাসককে বিষয়টি জানিয়েছি। শীঘ্রই অভিযান চালানো হবে বলেও জানান তিনি। এদিকে করোনা সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন সেনা সদস্যদের টহল আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল।

মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন ভাবনা

ভৌগলিক দিক থেকে মেহেরপুর জেলা হিসাবে সবচেয়ে ছোট কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে বড় মর্যদায় অলংকৃত এবং অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ জেলা। যতদিন বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতিকে ঐতিহাসিক মেহেরপুর জেলাকে প্রতি বছর ১৭ই এপ্রিল সর্বোচ্চ সম্মানে স্মরণ করতেই হবে।

এই দিনেই স্বাধীনতার মহানায়ক বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ

হাসাদাহ পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ী করণের লক্ষে ওয়ার্কশপ ও মত বিনিময়

চুয়াডাঙ্গা জেলা জীবননগর উপজেলা হাসাদাহে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্যে নির্ধারণের ওয়ার্কশপ ও স্থায়ী করণের লক্ষে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০ ঘটিকার সময় স্থানীয় হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে অত্র এলাকার সুধীজনদের নিয়ে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়। উক্ত মত বিনিময় সভাতে জীবননগর থানার অফিসার্স ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের সভাপত্বিতে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনিয়ার সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা, সার্কেল আবু রাসেল।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেরদৌস ওয়াহিদ (ওসি তদন্ত জীবননগর) সেলিম আহম্মেদ (ওসি অপারেশন জীবননগর) হাসাদাহ ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আতিকুজ্জামান সন্টু, হাসাদাহ ইউনিয়ন আওয়ামি লীগের সেক্রেটারী জসিম উদ্দিন জালাল, হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ সহ এলাকার সুধী সমাজগণ।

উক্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই এলাকার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও এলাকাকে মাদক মুক্ত রাখতে ক্যাম্পটি স্থায়ী করোন অতিব জরুরী বলে সকলেই তাদের মতামত তুলে ধরেন এবং এই ক্যাম্পটি যাতে স্থায়ী করন করা সম্ভব হয় সেই লক্ষে উপস্থিত সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন ।

উপস্থিত সকলেই আরও বলেন যে, পুলিশের তৎপরতাই বর্তমানে এলাকার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক এবং ভালো তাই এই ক্যাম্পটি অতি জরুরী প্রয়োজন । তাই এলাকার সকলেই এই ক্যাম্পটি স্থায়ী করোন করা সম্ভব হয় সেই লক্ষে উর্ধোতন পুলিশের সকল সহযোগিতা কামনা করেন।

বঙ্গবন্ধুই সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ে প্রথম কাজ করেছিলেন: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম এ দেশে প্রেস ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এ দেশের সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ে প্রথম কাজ করেছিলেন। আজ সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর অনুদানের চেক বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, করোনা সংকটকালে সাংবাদিকরা ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই প্রশাসন, আইনশৃংলা বাহিনী, চিকিৎসকের মত সাংবাদিকদের জন্যও করোনা পরিস্থিতিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। সে আলোকে আজকে কুষ্টিয়ায় ৬৫ জন সাংবাদিককে ১০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা চেক বিতরণ করা হলো।
সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এবং বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আপনারা দেশ গড়ার উন্নয়ন কমর্সূচিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন।

হানিফ বলেন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে সকল সাংবাদিককে এক হয়ে কাজ করতে হবে। কোন সাংবাদিকের সাথে আর একজন সাংবাদিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলে তা ভুলে গিয়ে এই করোনা মহামারীর সময়ে সেবামূলক কাজ করার আহবান জানান তিনি।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাষ্টের সভাপতি ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, কুষ্টিয়া- ১ আসনের সংসদ সদস্য আ ক ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের

সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, পুলিশ সুপার এস এম তানভির আরাফাত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সাংবাদিকের স্ত্রীসহ দুজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া গ্রামের জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দৈনিক খবর এর জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক মেহের আমজাদের স্ত্রী বেদানা খাতুনসহ ২ জন উপরে সন্ত্রাসি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আসামি করে মেহেরপুর সদও থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার নম্বর-১৩।

গতকাল সোমবার দুপুরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- সাংবাদিক মেহের আমজাদের স্ত্রী বেদনা খাতুন ও তার ভাই শামসুল হক। তারা দুজনই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বামন পাড়া গ্রামের ইসাহাক মীরের ছেলে জুয়েল, আলম মীরের ছেলে হুদা ও মোকসেদ মীরের ছেলে হারু মীর এর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বেদানা খাতুন ও শামসুল হকের উপর হামলা চালায়।

অনিয়মের পটু সাব-রেজিস্টার মামুন বাবর

সময় মত অফিসে না আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরকে আল্টিমেটাম

দিয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

সময় মত অফিসে না এলে প্রয়োজনে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মামুন বাবর অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

আলমডাঙ্গার কোথাও আত্মগোপনে থাকা মামুন বাবর অবশেষে ৫ টা ৫০ মিনিটে কার্যালয়ে ঢোকেন। এ সময় উপজেলার দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে জমি কেনা-বেচায় আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অভুক্ত থেকে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন।

সাব রেজিস্ট্রার মামুন বাবর দিনভর অফিসে আসেননি এই সংবাদ পেয়ে দুপুরের পর থেকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সাব রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। অফিস থেকে কেউ একজন মামুন বাবরকে বিষয়টি জানিয়ে দেন। ভয়ে তিনি আলমডাঙ্গায় কারো বাড়িতে আত্মগোপনে চলে যান। বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার এলাকা ছাড়লে ৫ টা ৫০ মিনিটে মামুন বাবর অফিসে ঢোকেন। এ সময় উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে জমি কেনা-বেচায় আসা শত শত নারী- পুরুষ তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপার বাসিন্দা মামুন বাবর আলমডাঙ্গায় সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার ঝিনাইদহ থেকে আলমডাঙ্গায় এসে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরের অফিসে আসার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি কোন কোন দিন আসেন দুপুরে আবার কোন কোন দিন আসেন বিকেলে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অফিসের বেশীরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী অসহায় হয়ে থাকেন। হাতে গোনা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তিনি দলিল লেখকদের ওপর রীতিমত স্টিমরোলার চালান।

সূত্র জানায়, বছর দুয়েক আগে চরম স্বেচ্চাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে দলিল লেখকরা মামুন বাবরের অপসারনের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে অচালাবস্থা দেখা দেয় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্ত মামুন বাবরের ক্ষমতার হাত দীর্ঘ হওয়ায় তাকে কেউ

টলাতে পারেনি। তিনি জেকে বসেন অফিসে। এরপর থেকে তার স্বেচ্ছাচারিতা শতগুন বেড়ে যায়। তিনি অফিসের কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী- পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

সূত্র মতে, যারা একটু সোচ্চার হতে পারেন তাদেরকে তিনি টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলেন। কেউ আর সোচ্চার হন না। এক পর্যায়ে আলমডাঙ্গার মানুষ মামুন বাবরের কাছে একেবারে জিম্মি হয়ে পড়েন।

সবশেষে মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বছর খানেক আগে তাঁর হুমকি-ধামকিতে কয়েকদিন নিয়ম মত অফিস করলেও সেই রেওয়াজ আর ধরে রাখেন নি মামুন বাবর। আবার আগের মত স্বেচছাচারিতা শুরু করেন। অবশেষে সোমবার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধে মাঠে নামেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার। বিকেল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তা মামুন বাবরকে আল্টিমেটাম দিতে বাধ্য হন। সময় মত অফিসে না এলে তাকে অফিসে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও আল্টিমেটাম দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের যত ক্ষমতা থাকে খাকুক। তাকে সরকারী নিয়ম মেনে অফিসে আসতে হবে। না এলে তার বিরুদ্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তার জন্য উপজেলার গেইট বন্ধ করে দেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, সময় মত অফিসে না এলে আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর সাহারবাটি তে সততাই পুরস্কৃত হলেন দুই নৈশ প্রহরী

টাকা ভর্তি মানিব্যাগ পেয়ে তিনদিন পর প্রকৃত মালিককে মানিব্যাগ পৌছে দেয়াই সততার প্রতিদান হিসেবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনে পুরস্কৃত হলেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি বাজারের দুই নৈশ প্রহরী। সোমবার পড়ন্ত বিকেলে সাহারবাটি বাজারের দুই নৈশ প্রহরী আমজাদ হোসেন ও সারাত হোসেন কে পুরস্কৃত করেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ রাকিবুল ইসলাম টুটুল। নৈশ প্রহরী পুরস্কৃত হয়ে টাকা ভর্তি মানিব্যাগ এর চেয়েও অনেক বেশি সম্মানিত হয়েছেন বলে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেই সাথে সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি মনে করে অন্যের সম্পদ আমার কাছে আমানত স্বরুপ। একজনের জানমাল আমি নিরাপদে রাখলে,আমার জান মালের নিরাপত্তা অন্যরাও গুরুত্ব দেবে। পুরস্কার যে মানের ই হোক এটি লক্ষ-কোটি অর্থের চেয়েও অনেক দামি। মানিব্যাগে যে টাকা ছিল তা হয়তো কয়েক নিমেষেই ফুরিয়ে যেত। আত্মসম্মান পেয়েছি তা কখনো ফুরাবার নয়। পুরস্কৃত হবো এমন প্রত্যাশা আমাদের ছিল না। তবুও আমাদের কর্মের দ্বারা সম্মানিত হয়েছি।

ফেরত পাওয়া মানিব্যাগের মালিক জোড়া ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল বলেন, গত তিনদিন আগে সাহারবাটি বাজারে আমার একটি মানিব্যাগ হারিয়ে যায়। মানিব্যাগে যে পরিমাণ টাকা ছিল তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাগজপত্র। আমার ফেসবুক ওয়াল সহ পরিবর্তনের মেহেরপুর নামক একটি ফেসবুক ওয়ালে মানিব্যাগটি ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সে আহবানে সাড়া দিয়ে সাহারবাটি বাজারে নৈশপ্রহরী আমজাদ হোসেন ও সারাত হোসেন আমাকে মোবাইল ফোনে ডেকে মানিব্যাগটি ফেরত দেন।

আমি দুজন নৈশপ্রহরীর সততা দেখে হতবাক হয়ে পড়ি। মানি ব্যাগটি ফেরত পেয়ে খুলে দেখি তারা একটি টাকাতেও হাত দেয়নি বরং কাগজপত্রগুলো হেফাজতে রেখেছেন। রাকিবুল ইসলাম টুটুল আরো বলেন, তাদের সততার মূল্য হয়তো দিতে পারব না তবুও আরো হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দুজনকে সম্মাননা পুরস্কৃত করা হয়েছে। এসময় সাহারবাটি বাজারের ব্যবসায়ীসহ স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের সদস্য বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।